Welcome

শিক্ষক পরিচিতিঃ

নামঃ মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন আহমেদ

পদবীঃ সহকারী অধ্যাপক

বিভাগঃ ইতিহাস

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ,কুমিল্লা।

পাঠ পরিচিতি

শ্রেনীঃ একাদশ শ্রেনী (২০১৯—২০২০)

বিষয়ঃ ইতিহাস,২য় পত্র।

(আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস)

সময়ঃ ৪৫ মিনিট কক্ষঃ ২০৫

এডলফ হিটলার

বেনিতো মুসোলিনী

হিদেকী তুজো

After 1945

RUSSIA
MONGOLIA
CHINA
NORTH KOREA
SOUTH KOREA
SEA OF JAPAN (EAST SEA)
JAPAN
TOKYO
TAIWAN
PACIFIC OCEAN
PHILIPPINES
© Encyclopædia Britannica, Inc.

জার্মানী ইতালী

জাপান

পাঠ শিরোণামঃ

২য় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের গুরুত্বপূর্ণ আক্রমনসমূহ ও ঘটনাবলী।

শিখন ফল

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরাঃ

০১। হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমন সম্পর্কে বলতে পারবে।

০২। ডানকার্ক সংকট কি তা বলতে পারবে।

০৩। জাপানের পার্লহারবার আক্রমন সম্পর্কে বলতে পারবে।

০৪। অপারেশন বারবারোসা কি তা বলতে পারবে।

হিটলারের অস্ট্রিয়া দখল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির প্রথম বলি ছিলো এই অস্ট্রিয়া। এই দেশটিকে বৃহত্তর জার্মানির সাথে সংযুক্ত করানোর জন্য এর আগেও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তখন অন্য সকল রাষ্ট্র এই কাজে বাধা প্রদান করে। কিন্তু ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নে এই কাজ করেই ছাড়ে জার্মানি এবং অস্ট্রিয়াতে তখন জার্মানদের একাংশ বসবাস করে। সেখানে অবস্থিত জার্মান নাৎসিদের আইনি বৈধতা দানের জন্য অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর শুসনিগের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন হিটলার। কিন্তু তার এই দাবি সরাসরি মেনে না নিলে, জার্মান নাগরিকদের সাথে দুর্ব্যবহার এবং তাদের অপমান করা হয়েছে- এই অজুহাতে অস্ট্রিয়া আক্রমণ করে বসে হিটলারের জার্মান বাহিনী।

হিটলারের চেকোস্লোভাকিয়া দখল

অস্ট্রিয়ার সাথে একই সময়ে বলির শিকার হয় চেকোস্লোভাকিয়া। হিটলার দাবি করেন, চেকোস্লোভাকিয়ার সরকার সুদেতান অঞ্চলে বাসরত জার্মানদের যথাযথ সুরক্ষা দিতে পারছিলো না। এজন্য তিনি পুরো সুদেতান অঞ্চলের অধিকার দাবি করে বসেন। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স এখানে নীরব ছিলো। যুদ্ধ এড়ানোর জন্য তারা এসব ব্যাপারে কিছুই করছিলো না। আর এদিকে হিটলার একের পর এক অঞ্চল দখল করে যাচ্ছেন।

নাৎসি বাহিনীর পোল্যান্ড আক্রমনের মধ্য দিয়ে ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিষ্ক্রিয় রাখার জন্য জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি করে। অন্যদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যান্ডের সাথে সহায়তা চুক্তি করে। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড অভিযান শুরু হল। ৩রা সেপ্টেম্বর মিত্রবাহিনী জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং শুরু হল ২য় বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম দিনই জার্মান ঝটিকা বাহিনী পোল্যান্ডকে ছিন্নবিছিন্ন করে দিল। ফরাসি ও ব্রিটিশ বাহিনী সাহায্য করবার সুযোগ পেল না। এটি পশ্চিমের বিশ্বাসভঙ্গাতা হিসেবে পরিচিত। ১৭ই সেপ্টেম্বর গোপন সমঝোতা অনুসারে সোভিয়েত বাহিনীও আক্রমণে যোগ দিল। পরদিনই পোলিশ কর্তাব্যক্তিরা দেশ ছাড়লেন। ওয়ারস পতন হলো ২৭শে সেপ্টেম্বর। শেষ সেনাদল কক্ দুর্গে যুদ্ধ করে ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত।

হিটলারের ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল

হিটলার ডেনমার্ক দখল করেছিলেন নরওয়ে দখলে সুবিধা তৈরির জন্য। ডেনমার্কের দ্বীপ জুটল্যান্ডের উত্তরাংশ ছিলো জার্মানদের জন্য ঘাঁটি তৈরির একটি আদর্শ জায়গা। সেখান থেকে নরওয়ে আক্রমণ করা তুলনামূলক সহজ এবং ফলপ্রসূ। মূলত এই উদ্দেশ্যেই ডেনমার্ক দখল করে নেন হিটলার।আটলান্টিক মহাসাগর ব্যবহার করে গড়ে ওঠা সমুদ্রবন্দর বিশিষ্ট নরওয়ে ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একদম উপযুক্ত। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য এই সমুদ্র বন্দর হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নরওয়ে চাচ্ছিলো, যুদ্ধে না জড়িয়ে নিরপেক্ষ থেকে ব্যাপারটা সমাধান করার। এদিকে ব্রিটিশরাও চাচ্ছিলো, নরওয়েকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে। কিন্তু জার্মানরা তা আর হতে দেয়নি। দখল করে নেয় গোটা নরওয়ে।

হিটলারের বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ড দখল

বেলজিয়াম দখল ছিলো ফ্রান্সে ঢোকার জন্য একটি প্রবেশপথ তৈরির উপায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্স এবং জার্মানির সীমানা বরাবর ফ্রান্স ম্যাজিনো লাইন নামে একটি বিশাল দেয়াল নির্মান করে। এখন এই দেয়াল ভেঙে ফ্রান্স আক্রমণ করতে গেলে জার্মানি বড় রকমের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে। তার চেয়ে বেলজিয়ামকে পথ হিসেবে ব্যবহার করা ছিলো হিটলারের জন্য তুলনামূলক সহজ। বেলজিয়াম দখল করে নেয়ার মানে হলো ডাচ সীমানার আওতায় চলে আসা। জার্মানির ভয়, ডাচরা যে কোনো সময় ব্রিটিশদের অনুমতি দিতে পারে তাদের উপর এয়ার স্ট্রাইক করার জন্য। তাই সেই সন্দেহ না রাখার জন্য ডাচদেরকেও হিটলারের আওতায় নিয়ে আসা হয়।

হিটলারের ফ্রান্স দখল ও তাবেদার ভিচি সরকার প্রতিষ্ঠা

ফ্রান্সের সাথে জার্মানির শত্রুতা আছে নেপোলিয়ানের আমল থেকেই। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের কাছে জার্মানির পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়াটা ছিলো হিটলারের একটি এজেন্ডা। জার্মানীর হাতে ফ্রান্সের পতন দেখে ইতালী মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ফ্রান্সের কিছু এলাকা দখল করে নেয়।

ফ্রান্স অধিকৃত উত্তর ফ্রান্স ও ইতালী অধিকৃত কিছু এলাকাবাদে দক্ষিন ফ্রান্সে ভিচি নামক স্থানে জার্মানী তার তাবেদার পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করে যা ভিচি সরকার নামে পরিচিত। মার্শাল পেতা হচ্ছেন এ পুতুল সরকারের প্রধান।

ডানকার্ক সংকট

বেলজিয়ামকে রক্ষা করার জন্য ইঙ্গ-ফরাসী জোট প্রায় ৪ লক্ষ সেনা মোতায়েন করে। কিন্তু নাৎসী বাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে বেলজিয়াম দখল করে তার মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করে সমগ্র উত্তর ফ্রান্স দখল করে নেয়। এতে করে মিত্রবাহিনী পশ্চাদপসরণ করে ডানকার্ক বন্দরে আটকা পড়ে যা ইতিহাসে ডানকার্ক সংকট নামে পরিচিত। ১৯৪০ সালের ২৭ মে থেকে ৪ জুনের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মিত্র সৈনিক ইংল্যান্ডে আশ্রয়নিতে সক্ষম হয়। বাকী ৫০ হাজার মিত্র সৈনিক নাৎসী বাহিনী হাতে নিহত হয়। সাড়ে তিন লক্ষ সৈনিক রক্ষা না পেলে যুদ্ধের ইতিহাস হয়ত অন্য রকম হত।

হিটলারের রাশিয়া আক্রমনঃ

১৯৪০ সালের ১৮ ডিসেম্বর হিটলার রাশিয়া আক্রমনের প্রস্তুতি নেওয়ার আদেশ প্রদান করে। ২২জুন, ১৯৪১ সালে জার্মানি মিত্র ইতালি এবং রোমানিয়াকে নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে আক্রমন করে। এই অভিযান "অপারেশন বার্বারোসা" নামে পরিচিত। এই অভিযানের মুল লক্ষ্য ছিলো ১৯৪১ এর ভেতর রাশিয়ার বিশাল উর্বর অংশের এবং শিল্পাঞ্চলসমূহের দখল নেয়া, কমিউনিজমের বিনাশ করা এবং জার্মানির পরবর্তী শত্রুদের বিপরীতে যুদ্ধ পরিচালনার পর্যাপ্ত রসদ যোগানো।

জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার নৌ ঘাটি আক্রান্ত ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদানঃ

১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপানী বাহিনী হাওয়াই দ্বীপে মার্কিন নৌঘাটি পার্ল হারবারে আক্রমন করে ভীষণভাবে ক্ষতি করে। ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকলেও জনমত মিত্র পক্ষে ছিল। পার্ল হারবার আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব যুদ্ধে যোগদান করে।

আক্রান্ত পার্ল হারবারের দৃশ্য

D-Day বা অবতরণ দিবস ও মিত্রপক্ষের ২য় ফ্রন্টের লড়াই শুরুঃ

১৯৪৪ সালের ৬ জুন ফ্রান্সের নরমান্ডিতে মিত্র বাহিনী অবতরণ করে। নড়মান্ডিতে মিত্র বাহিনীর অবতরণ ২য় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এখান থেকেই মিত্রবাহিনীর অগ্রযাত্রা শুরু হয়। এবং নাৎসী বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে থাকে।

মূল্যায়ন

১। কোন দেশ আক্রমনের মধ্য দিয়ে ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়?

২। ভিচি সরকার বলতে কি বুঝ?

৩। ডানকার্ক সংকট কি?

৪। অপারেশন বারবারোসা কি?

৫। জাপান কত তারিখে পার্ল হারবার আক্রমন করে?

বাড়ীর কাজ

০১।দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বিবরণ দাও।